এক স্বপ্নচারী মানুষের স্বপ্নের মুখোশ

ভজন সরকার

ডঃ ইউনুস নোবেল পেয়ে স্বপ্ন হাতে পেয়েছেন । বাংলার মানুষের না হোক তিনি যে দশ হাত লম্বা হয়ে গেছেন সেতো বোঝাই যাচ্ছে তার উদ্ভট এবং অবাস্তব সব কথা-বার্তায় । তিনি স্বপ্নের ভেতর হেঁটে যেতে যেতে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ছেন কখনও কখনও । ভাবখানা এই নোবেল কমিটিই চিচিং ফাঁক বলে তার প্রতিভার সমস্ত গেঁড়ো গুলো খুলে দিয়েছেন । বাংলাদেশ তথা বাংলার ও বাঙালীর ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছে সমস্ত সাফল্যের চাঁদ- সূর্য ওই অক্টোবর-২০০৬ -এ, যে দিন নোবেল পেলেন ডঃ ইউনুস । এত দিন কোন সাফল্যই ছিলো না যেনো বাংলাদেশে একমাত্র গ্রামীন ব্যাংক নামক এক এনজিও ছাড়া । এত দিন কোন মহান মানুষই ছিলো না যেনো বাংলাদেশে এক মাত্র ডঃ ইউনুস ছাড়া । ডঃ ইউনুসের কথা শুনলে মনে হবে বাংলাদেশের কোন অর্জন নেই এতো দিন শুধু তাকে আর তার গ্রামীন ব্যাংককে ছাড়া । শুনলে মনে হবে দারিদ্র্যের বিরুদ্রে সংগ্রাম , মানুষের স্বাক্ষরতা, নারীদের ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, মা ও শিশুমৃত্যুর হার অভাবনীয় পরিমানে হ্রাস, জন্ম-হার উল্লেখযোগ্য পরিমানে নিয়ন্ত্রন, কলেরা-ডায়েরিয়া-যক্ষা-পলিওর মতোসংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে অভাবনীয় সাফল্য এতে আর কারও কোন অবদান নেই এক মাত্র গ্রামীন ব্যাংক ছাড়া । অথচ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যের সূচকে প্রতিবেশী দেশগুলোর থেকেও বাংলাদেশ এগিয়ে । বিদেশী দাতাগোষ্ঠী ও অন্যান্য এনজিও-র কার্যক্রম এবং সরকারী উদ্যোগকে কী আশ্চর্য নীরবতায় অস্বীকার করা হচ্ছে আজ । অথচ গ্রামীন ব্যাংক পৌঁছতে পেড়েছে মাত্র সীমিত মানুষের দুয়ারে তাদের অস্বাভাবিক হারের সুদ আর কাবুলিওয়ালা ধাঁচের মহাজনী ব্যবসা পদ্বতিতে ।

হ্যা এটা অস্বীকার করি কোন কৃতঘ্নতায় যে, যাদের কিছুই নেই সেই সবহারাদেরকেই ডঃ ইউনুস বিশ্বাস করেছেন টাকা দিয়ে । যদিও আঁটো সাটো ফেরত নেবার ফন্দি-ফিকির করেই তবে টাকা দেয়া । তবুও তার এ উদ্যোগ যে মহান আর কিছুটা হলেও কার্যকরী এটা অস্বীকার করবার জো নেই । তবে ডঃ ইউনুস নিজেও অজ্ঞাত কারণে অর্থনীতির মৌলিক ও নৈতিক এই পরিসংখ্যানটা বেমালুম চেপে গেছেন যে, গ্রামীন ব্যাংকের এই ক্ষুদ্র ঋণ একক ভাবে কী পরিমান মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে পেড়েছে? আর তার এ উদ্যোগে কত ভাগ মানুষের দারিদ্র্য বেমালুম দূর হয়েছে আর কত ভাগ মানুষ আংশিক ভাবে দারিদ্র্যসীমা থেকে উঠে আসতে পেড়েছে - এ পরিসংখ্যানটাও গ্রামীন ব্যাংকের কাছে আছে অবশ্যই । তা হলে ডঃ ইউনুস কেনো প্রকাশ করছেন না ?

না, এ প্রশ্নটারও আজ আর কোন অপেক্ষা থাকে না ডঃ ইউনুসের নোবেল- উত্তর এই আকাশ-ছোঁয়া স্বপ্নময় সময়ে । আজ যেনো নেই কোন অবকাশ প্রশ্নের ,বাস্তবতার আর স্বপ্নের-পরিধির । ডঃ ইউনুস বলেছেন - ভবিষ্যতে আমাদের দারিদ্র্য দেখার জন্য যাদুঘরে যেতে হবে , তাই সত্য । এ কথার পেছনে কতটুকু বাস্তবতা আর কতটুকু অবাস্তব আবেগ কাজ করেছে - তার থোড়াই কেয়ার করি । কারণ , এটা যে নোবেল বিজয়ী ডঃ ইউনুসের কথা! সেখানে বাস্তবায়নযোগ্য কোন পরিকল্পনা থাক আর না থাক । অথচ, আমেরিকার মিশিগানের ডেট্রয়েট শহরে অথবা নিউইয়র্ক শহরের ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুসিত কোন এলাকায় কিংবা কানাডার টরেন্টো শহরের কিছু কিছু এলাকায় হাঁটলেই বোঝা যাবে, এখনও দারিদ্র্য দূর করতে হিম সিম খাচ্ছে খোদ আমেরিকা কিংবা কানাডার মতো ধনী আর শিল্পোন্নত দেশগুলোও? আর আমরা গ্রামীন ব্যাংকের মতো এক বেনিয়া প্রতিষ্ঠানের হাত ধরেই যেনো স্বর্গে পৌঁছে যাবো ? লক্ষ্য আর সূদূরভিলাসী স্বপ্নের হাত ধরেই আমরা হাঁটবো এটা যেমন সত্য । সে স্বপ্নের পেছনে কতটুকু পরিকল্পনা আর কতটুকু বাস্তবতা কাজ করছে এটাও মাথায় রাখতে হবে - সে স্বপ্নদ্রষ্টা ডঃ ইউনুসের মতো কোন নোবেল বিজয়ী হলেও । কেননা, মনে রাখতে হবে শান্তিতে ডঃ ইউনুস যেমন নোবেল পেয়েছেন , তেমনি শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন বুশ, কিসিঞ্জার আর স্যামন পেরেজও ।

বড় মোক্ষম সময়ে ডঃ ইউনুস রাজনীতির নামে রাজনীতিতে মেতেছেন । যখন তাঁর কথিত ‘‘ সফলতম স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ’’ সজারু বাবর বিগত পাঁচ বছর ডঃ ইউনুসের মতোই বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করে (আজকের কাগজ, ১৪ অক্টোবর,২০০৬) এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সীমাহীন দূর্নীতির অভিযোগে,যখন তাঁর প্রিয় প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজুদ্দিন তাঁরই আহ্বানে বিবেকের বুদ্ধিতে বি এন পি -জামাতের অনূকূলে শত চেষ্টা করেও নির্বাচন করতে সক্ষম হন নি, যখন তাঁরই কাঙ্খিত গণতন্ত রক্ষার ২২ জানুয়ারীর নির্বাচন জনতার প্রতিরোধের ভয়ে করা সম্ভব হয় নি , তখন ডঃ ইউনুসের নৈতিক দায়িত্বতো অবশ্য আছে সে গণতন্ত্রের নামে নতুন প্ল্যাট ফর্মে ওই দুষ্ট -চক্রকে সহায়তা করার? রাম নির্বাসনে গেলে ভরতের ঘাড়ে দায়িত্ব পড়বে এটাতে আর অবাক করার কী আছে ?

হ্যা ,অবাক করার মতো যেটা সেটা হলো মুখোশ এবং সে মুখোশের ব্যবহারের সময় ও ক্ষণ নির্ধারণ । আমাদের সবার গর্ব ডঃ ইউনুস সেটাতে ওস্তাদ । তিনি জানেন , কখন গর্তে লুকাতে হয় আর কখন বের হতে হয় সেখান থেকে অনুকূল সময়ে । বিগত পাঁচ বছরের কথা না হয় বাদই দিলাম (কারণ ,দূর্জনেরা বলে মাটির টান আর আদর্শের আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বডড কঠিন), কেউ কী একটাও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন এক মাত্র ৭১-এ তাঁর বিদেশে অবস্থান কাল ছাড়া কখনও কোন অবিচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ডঃ ইউনুস । এমন কী প্রতিভা আর সাফল্যে তাঁরই সমতুল্য আরেক অর্থনীতিবিদ -রাজনীতিবিদ কিবরিয়াকে যখন হত্যা করা হলো, অতিশয় আনুগত্যে অথবা নিজেরই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সেদিনও ডঃ ইউনুস নীরব থেকেছেন । নীরব থেকেছেন সে প্রান্তিক মানুষের যে কোন সংগ্রামে-সমর্থনে তা কানসাট হোক কিংবা হোক না সারের জন্য গরীব কৃষকের আত্ম ত্যাগের ঘটনা । অথচ তাঁর আজকের এ সাফল্য তো তাদের নিয়েই তাঁর বানিজ্যের-ব্যবসার ।

দল নেই- সংগঠন নেই- লক্ষ্য আদর্শ- দিক নির্দেশনা কিচ্ছু নেই , ডঃ ইউনুস জনমত যাচাইয়ে নেমে গেলেন । আর আমরা আম-পাবলিক হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তাঁর পেছনে । ঝানু রাস্ট্রবিজ্ঞানীও ভিমরি খেয়ে পড়বেন ডঃ ইউনুসের এ কর্মকান্ডে । তিনি কি বুঝতে পারবেন এ জন মত থেকে ? ধরা গেলো, সর্বোচ্চ এক কোটি চিঠি পেলেন তিনি তাঁর রাজনীতির নামার পক্ষে । এটা তে কী প্রমান পাওয়া যাবে তিনি এক কোটি ভোট পাবেন ? কিংবা এক কোটি সদস্য সংগ্রহ করা যাবে ভবিষ্যতে ? ডঃ ইউনুস কী স্বপ্ন দেখছেন প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির সরকার কাঠামোর ? সেটা করতে হলেও আইন -সভার অনুমোদন লাগে - খ্যাতির শীর্ষে উড়তে উড়তে সেটাও কী ভুলে গেছেন তিনি ? রাজনীতি কী তাঁর এন জিও গ্রামীন ব্যাংক যেখানে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কোন সার্ভিস -রুল নেই, নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই, ডঃ ইউনুসের কথাই শেষ কথা ?

আমার এক জ্ঞানী বন্ধু ডঃ ইউনুসের এই কর্ম কান্ডকে বলেছেন ‘‘ অর্বাচীনতা ’’ । আমার ধারণা , ডঃ ইউনুস যা করছেন সচেতন ভাবেই করছেন একটা মহলের পর্দার পেছনের অনুদোনায় । কেননা, বড় বেশি দিন দূরে যাবার দরকার নেই, গত বছরের নভেম্বর থেকে এ বছরের ১১ জানুয়ারী ডঃ ফকররুদ্দিনের ক্ষমতা নেয়ার আগে এবং পরের সমস্ত বক্তৃতা- বিবৃতি এক করে পড়লেই দিবালোকের মতো পরিস্কার হবে কেন এবং কী কারণে কোন উদ্দেশ্যে ডঃ ইউনুস রাজনীতিতে নামতে চাচ্ছেন । বিগত সরকার বাংলাদেশের আরেক বড় (গ্রামীন ব্যাংকের থেকেতো অবশ্যই) এন জি ও প্রশিকার বিরুদ্ধে এক রকমের জেহাদে নেমেছিলো । বাতাসে ভেসে বেড়ায় এর পেছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন আরেক বড় দুই এনজিও-র দুই বড় মাথা । গ্রামীন ব্যাংকের মাথাও কী সেখানে নিয়োগ করা হয়েছিলো?

জে এম বি -র ইসলামীকরণ আন্দোলনে অনেক এনজিও-র অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, অনেক প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলো সে সময় বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল থেকে। গ্রামীন ব্যাংকের যে প্রধান কৃতিত্ব গ্রামীন মহিলাদের সদস্য করা এবং যেটা মৌলবাদীদেরও প্রধান স্পর্শকাতর বিষয় । অথচ গ্রামীন ব্যাংকের কাজে জে এম বি- বাংলা ভাইদের কাছ থেকে কোনই বাঁধা না আসাটাও লক্ষনীয় বিষয় ? তা হলে কী ডঃ ইউনুস কথিত সফলতম স্বরাস্টমন্ত্রীর সাথে কোন সফলতম ‘‘ ডিল ’’ হয়েছিলো তখন ডঃ ইউনুসের । পলাতক স্বরাস্ট্র প্রতিমন্ত্রী সজারু বাবর আর ডঃ ইউনুসই সেটা বলতে পারবেন সফল ভাবে ! আমাদের প্রশ্ন , ভাবি রাজনৈতিক ডঃ ইউনুসের নৈতিক সততার কাছে । কারণ, অন্যায়ে সাহায্য করাও যেমন অন্যায় করার মতো অপরাধ, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাও কী মহতের লক্ষন ? অন্তত ডঃ ইউনুসের মতো নমস্য ব্যক্তিদের কাছে অন্যায়ের প্রতিবাদটুকু আশা করা কী খুবই উচ্চাভিলাসী ?

পরিশেষে এটা বলতে বাঁধা নেই, এত দিন স্বপ্নচারী ডঃ ইউনুস লুকিয়ে থেকেছেন স্বপ্নের মুখোশে ৭১ -এর পর থেকে আজকের এ বাংলাদেশে । অথচ এই সময়ে বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধে , মৌলবাদ -সাম্প্রদায়কিতার বিরুদ্ধে,গণতন্ত্রের পক্ষে । বলতে লজ্জা নেই, বাংলাদেশ হয়তো ভারতের মতো বিকশিত হয় নি গণতন্ত্রে কিংবা মালয়েশিয়ার মতো উন্নত হয় নি অর্থনীতিতে । তবে এটাও তো ঠিক সব ধরনের উপকরন থাকা সত্বেও বাংলাদেশ পাকিস্তান-আফগানিস্তানও হয়ে ওঠে নি এত দিনেও। এটার পেছনের কৃতিত্ব রাজনীতিবিদদেরই । আজকের এ অনূকূল সময়ে ডঃ ইউনুস যতোই গাল মন্দ করুন না কেনো - তাঁর বহুকাঙ্খিত ২২ জানুয়ারীর নির্বাচন প্রতিরোধ করতে বিরোধী রাজনীতিকেরাই শক্ত জমিন তৈরী করে দিয়েছেন নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও । রাজনীতিতে আসার আগে অন্ততঃ নির্লিপ্ততার আর অনূকূল বাতাসে পাল তোলার সে মুখোশখানি ডঃ ইউনুসকে খুলে আসতেই হবে ।।

।। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ ।। sarkerbk@yahoo.com